2nd Year 4th Semester

Paper – CC 8 [Epigraphy],

Section – C [Study of selected Inscriptions]

Unit - III

	Sl. No.	Name of Inscription	প্রাপ্তিস্থান	কাল	লিপি	ভাষা	বিষয়বস্তু	Distribution of Marks
Unit - III	4.	Eron Pillar Inscription of Samudragupta. **(সমুদ্রগুপ্তের এরাণ শিলালিপি)**	মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার প্রধান শহর খুরাই এর দক্ষিণ পশ্চিমে বীণা নদীর তীরে এরাণ গ্রামটি অবস্থিত ছিল। অভিলেখটি লাল রঙের চৌকোনা পাথরের উপর খোদিত। বর্তমানে এটি কোলকাতার জাদুঘরে রক্ষিত।	৩৫০ খ্রিস্টাব্দ বা তার কাছাকাছি	উত্তরকালীন ব্রাহ্মী	সংস্কৃত [আদ্যন্ত পদ্যে রচিত]	অভিলেখের ছটি লাইন একেবারেই পড়া যায় না, সাত নম্বর লাইনে সুবর্ণ দানের কথা আছে। আট নম্বর লাইনে পৃথু ও রাঘব এই দুই রাজার উল্লেখ আছে, নয় নম্বর লাইন থেকে বলা হয়েছে সমুদ্রগুপ্ত সন্তুষ্টি ও ক্রোধের ক্ষেত্রে ধনদ ও অন্তকের সমতুল্য এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজা তার দ্বারা পরাস্ত হয়েছিলেন।	1 x 10 = 10 (Broad Question)
	5.	Meharauli Iron Pillar Inscription of Candra. **(রাজা চন্দ্রের মেহরৌলি লৌহ স্তম্ভলিপি)** [এই চন্দ্র আসলে গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত]	নতুন দিল্লি নগর থেকে ৯ মাইল দক্ষিণে মেহরৌলিতে কুতুবমিনারের কাছে কুব্বত-উল্-ইসলাম মসজিদে শুণ্ডাকৃতি লৌহস্তম্ভে এই অভিলেখটি উৎকীর্ণ আছে। মেহরৌলির প্রাচীন নাম ছিল মিহিরপুরী।	৩৭৫ থেকে ৪০৫ খ্রিস্টাব্দ	উত্তরকালীন ব্রাহ্মী	সংস্কৃত [এই অভিলেখটি শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে লেখা এবং অভিলেখটিতে তিনটি শ্লোক রয়েছে]	'চন্দ্র' নামধারী কোনো এক রাজার প্রশস্তি এই অভিলেখে পাওয়া যায়। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এটি তার মরণোত্তর প্রশস্তি।	